

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসুন

- যানবাহনের তীব্র এয়ার হর্ণ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, বাজি পটকা, মাইকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এ রাজ্যে শব্দদূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ ক্ষমতার বিলোপ হয়। মানসিক চাপ বাড়ার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। অনিদ্রা ও স্নায়বিক অস্থিরতা দেখা দেয়। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।
- উৎসবের আনন্দকে অগ্নান রাখতে মাইক্রোফোনের আওয়াজ নিয়ন্ত্রণ করুন।
- চকলেট বোমা, কালিপটকা, কালিপটকার চেন, খুচরো ত্র্যাকার, ধানিপটকা, দো-দমা, সেভেন সট্‌স, রকেট বোমা ও ৬৫ ডেসিবেলের বেশী শব্দ সৃষ্টিকারী অন্য যে কোন বাজি ও পটকা মজুত, বিক্রি স্থানান্তরকরণ, ফোটানো ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
- নীরব এলাকা (অর্থাৎ হাসপাতাল, বিদ্যালয়, কোর্ট), পেট্রোল পাম্প, গ্যাস সিলিন্ডার বা যে কোন দাহ্য বস্তুর গুদামের কাছাকাছি বাজি পোড়াবেন না।
- হাসপাতাল, নার্সিং হোমসহ যে কোন দাহ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করবেন না, বাজি পোড়াবেন না এবং হর্ণ ব্যবহার করবেন না।
- নীরব এলাকায় শোভাযাত্রা বা অন্য কারণে শব্দ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকুন।
- যদৃচ্ছভাবে বাজি ও উচ্চ বিস্ফোরক শব্দসম্পন্ন পটকার ব্যবহার করে শব্দদূষণ ঘটাবেন না।
- এয়ার হর্ণ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। অযথা হর্ণ বাজাবেন না।
- রাত দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- প্রশাসন নির্ধারিত সময়সীমা মেনে ও অনুমতি নিয়ে সঠিক ও সীমিত মাত্রায় মাইক্রোফোন ব্যবহার করুন।

মনে রাখবেন আপনার আনন্দ যেন অন্যের দুঃখের কারণ না হয়



এনভিস সেন্টার (Envis Centre), ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ, বিজ্ঞান ভবন, গোর্খাবস্তি, আগরতলা - ০৬, ত্রিপুরা (পঃ) কর্তৃক প্রচারিত।

ফোন : (০৩৮১) ২২২ ৫৪২১, ২৩২ ৮৭৯২, ২৩২ ২৪৬২

ওয়েবসাইট : www.tripura.nic.in/tspcb / ই-মেইল : trippcb@sancharnet.in



পরিবেশ রক্ষায় ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে আপনি কি করতে পারেন —

- বনাঞ্চল ধ্বংস হলে মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়, খরা ও বন্যা দুয়েরই আশঙ্কা দেখা দেয়। ফসল উৎপাদন কমে যায়।
- অযথা গাছপালা কাটবেন না — গাছ লাগান, গাছ বাঁচান।
- ক্ষেতে অত্যাধিক কীটনাশক ঔষধ বা রাসায়নিক সার পার্শ্ববর্তী নদী বা পুকুরের জলকে এবং ফসলকে দূষিত করে যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক।
- কীটনাশক ঔষধ বা রাসায়নিক সার যথাসম্ভব কম ব্যবহার করুন। জৈবসার ব্যবহার করুন।
- রান্নাঘরের অত্যাধিক ধোঁয়া মেয়েদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, বাড়ির পরিবেশ দূষিত করে।
- রান্নার কাজে লাকড়ির পরিবর্তে বায়োগ্যাস বা লাকড়ি দিয়ে রান্নার কাজে ধোঁয়াবিহীন চুলার সাহায্য নিন।
- জোড়ালো শব্দ মানুষের হার্টের অসুখ, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণ হতে পারে।
- অহেতুক জোড়ালো বাজি, পটকা বা মাইক বাজাবেন না। গাড়ীর তীব্র এয়ার হর্ণ বাতিল করুন।
- জলের অপচয় ও অপব্যবহার বন্ধ করুন।
- যেখানে সেখানে আবর্জনা বা মল-মূত্র ত্যাগ করবেন না।
- আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন। স্বল্প খরচের পায়খানা তৈরী করুন।
- সর্বজন ব্যবহৃত পুকুরে গরু, মোষ স্নান করাবেন না, মল-মূত্র ফেলবেন না, নোংরা কাপড় চোপড় বা সাইকেল, রিক্সা গাড়ী ধোবেন না।
- পুকুর-ডোবা-নদী আবর্জনা মুক্ত রাখুন।
- কল-কারখানা বা গাড়ীর গ্যারেজের দূষিত রাসায়নিক পদার্থ যাতে নদী, পুকুরে সরাসরি না পড়ে সেদিকে নজর রাখুন।
- জলাশয়ের ধারে মল-মূত্র ত্যাগ করার থেকে জনসাধারণকে বিরত করুন।

জানেন কি?

আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ চরম জল সংকটে ভুগবে।
আজ জল সঞ্চয় করুন - তবেই আগামীতে আপনি তা ব্যবহার করতে পারবেন।



এনভিস সেন্টার (ENVIS Centre), ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ, বিজ্ঞান ভবন, গোখাবস্তি, আগরতলা - ০৬, ত্রিপুরা (পঃ) কর্তৃক প্রচারিত।

ফোন : (০৩৮১) ২২২ ৫৪২১, ২৩২ ৮৭৯২, ২৩২ ২৪৬২

ওয়েবসাইট : www.tripura.nic.in/tspcb / ই-মেইল : trippcb@sancharnet.in